مؤسسة وكالات الحج البنغلادشية
হজ্জ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)
HAJJ AGENCIES ASSOCIATION OF BANGLADESH (HAAB)

Ref : হাব/হ:প্যা:ঘো:/প্রেস ব্রিফিং/২০১৮/০৭২

Date : ০৫.মার্চ.২০১৮.ইং.

বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ প্যাকেজ ২০১৮ (১৪৩৯ হি:) ঘোষনা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন।

তারিখ ঃ ০৫ মার্চ ২০১৮ ইং, সোমবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকা

সাঙ্গু ব্যাংকুইট হল, হোটেল ভিক্টরী, ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য 'হাব' এর পক্ষ থেকে সকল গণমাধ্যম এর সকলকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। হাব এর ০৪/০৩/২০১৮ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির ৪র্থ সভায় ২০১৮ সালে বেসরকারি সর্বনিম্ন প্যাকেজ মূল্য নির্ধারিত হওয়ায় অদ্য ০৫/০৩/২০১৮ইং তারিখে প্যাকেজ মূল্য ঘোষনাসহ হজ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি, বিশেষ করে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় গমণেচ্ছু সম্মানিত হজ্জযাত্রীদের অবহিত করার লক্ষ্যে আজকের এ সংবাদ সম্মেলন। আপনাদের বহুল প্রচারিত গণমাধ্যমে প্রচারের উদ্দেশ্যে হাব কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আপনাদের মাধ্যমে সম্মানিত হজযাত্রী ও বাংলাদেশের সকলকে অবহিত করছি ঃ

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২১ আগষ্ট ২০১৮ খ্রিঃ/ ৯ জিলহজ্জ ১৪৩৯ হিজরী সনের পবিত্র হজ্জ অনুষ্ঠিত হবে। এ বৎসর সর্বমোট ১,২৭,১৯৮ জন হজযাত্রী হজব্রত পালন করবেন। যার মধ্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ৭,১৯৮ জন এবং বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় ১,২০,০০০ জন।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য কুরবানী ব্যতিত নির্ধারণকৃত সর্বনিম্ন প্যাকেজ মূল্য জনপ্রতি মোট ৩,৩২,৮৬৮.০০ (তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার আটশত আটষট্টি টাকা), যার বিভাজন নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	ব্যয়ের খাতসমূহ	টাকা
০১.	বিমান ভাড়া (বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ পথের সরাসরি হজ ফ্লাইট-Dedicated Hajj Flight) :	
	ক) বিমান ভাড়া (নীট) ১৫৫০ মার্কিন ডলার (মাঃ ডঃ ১৫৫০ X ৮৩.০০)	১,২৮,৬৫০.০০
	খ) সৌদি বিমানবন্দর বিল্ডিং চার্জ ১৭৪ সৌদি রিয়াল (সৌ: রি: ১৭৪ X ২২.৩৫)	৩৮৮৯.০০
	গ) হজ টার্মিনাল সার্ভিস ৩০ সৌদি রিয়াল (সৌ:রি: ৩০ X ২২.৩৫)	৬৭০.০০
	ঘ) এম্বারকেশন ফি	৫০০.০০
	ঙ) এম্বারকেশন ফি এর উপর ১৫% ভ্যাট	৭৫.০০
	চ) এক্সাইজ ডিউটি	২০০০.০০
	ছ) সৌদি সরকারের সিকিউরিটি চার্জ ০৪ মা: ড: মার্কিন ডলার (মাঃ ডঃ ৪X ৮৩.০০)	৩৩২.০০
	জ) এজেন্ট কমিশন ২৫ মার্কিন ডলার (২৫ X ৮৩.০০)	২০৭৫.০০
	মোট =	১,৩৮,১৯১.০০
০২.	**মক্কা ও মদিনার বাড়ী ভাড়া (ভ্যাটসহ) :** মক্কায় ও মদিনায় প্রতি হজযাত্রীর বাড়ী ভাড়া এবং ১% অতিরিক্ত বাড়ী ভাড়াসহ (মক্কা ৩৫৭০+মদিনা ৭৮৭.৫০+১% অতিরিক্ত ৪৩.৫০)= ৪৩৫৭.৫০ সৌদি রিয়াল (৪৩৫৭.৫০X২২.৩৫)	৯৭,৩৯০.০০
০৩.	১% অতিরিক্ত বাড়ী ভাড়া (ভ্যাটসহ) ৪৩.৫০ X ২২.৩৫	৯৭২.০০

চলমান পাতা-২

Ref :

Date : .....

০৪.	সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন (জেনারেল কার সিন্ডিকেট) ফি{সৌদি কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা এবং জেদ্দা, মক্কা, মদিনা ও আল-মাশায়েরে (মক্কা-মিনা-আরাফা-মুযদালিফা-মিনা-মক্কা) যাতায়াতের বাস সেবা ইত্যাদি (ভ্যাটসহ)}: ১১৪৩.৪৫ সৌদি রিয়াল (১১৪৩.৪৫X ২২.৩৫)। (বিঃ দ্রঃ জেনারেল কার সিন্ডিকেট কর্তৃক পরিবহন ফি বৃদ্ধির বিষয়টি রাজকীয় সৌদি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। এক্ষেত্রে পরিবহন ফি বৃদ্ধি পেলে তা প্যাকেজের সাথে যুক্ত হবে।)	২৫,৫৫৬.০০
০৫.	জমজম পানি (ভ্যাটসহ) : ১১.৫৫ সৌদি রিয়াল (১১.৫৫X২২.৩৫)	২৫৮.০০
০৬.	অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ, ভ্যাটসহ, (সৌদি আরবের মোয়াস্সাসার অধীনস্থ মোয়াল্লেম সার্ভিস প্রোভাইডারদের চার্জ) ঃ হজযাত্রীদের মক্কা, মিনা ও আরাফায় খাবার/নাস্তা সরবরাহ, মিনার তাবুতে ম্যাট্রেস, বিছানা চাদর, বালিশ, কম্বল ইত্যাদি, আরাফার তাবুতে ওয়াটার কুলার স্থাপন, হজযাত্রীদের মক্কা হতে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় নাস্তা সরবরাহ ১৫৭৫ সৌদি রিয়াল (১৫৭৫ ২২.৩৫)।	৩৫,২০১.০০
	মোট=	১,৫৯,৩৭৭.০০
০৭.	স্থানীয় সার্ভিস চার্জ ঃ আইডি কার্ড, কব্জিবেল্ট, কিটব্যাগ, হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত পুস্তিকা, আই.টি সার্ভিস, হজ ক্যাম্পে আবাসন ও প্রচারণাসহ হজযাত্রীদের সেবা প্রদান ইত্যাদি।	৮০০.০০
০৮.	হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড) ঃ	২০০.০০
০৯.	প্রশিক্ষণ ফি ঃ	৩০০.০০
১০.	খাওয়া খরচ ঃ	৩০,০০০.০০
১১.	অন্যান্য খরচ ঃ	২০০০.০০
১২.	প্রাক নিবন্ধন ফি ঃ	২০০০.০০
	মোট=	৩৫,৩০০.০০
	সর্বমোট (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০+১১+১২) =	৩,৩২,৮৬৮.০০

(সর্বমোট তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার আটশত আটষট্টি টাকা)।

নোট : (১) প্রতি মার্কিন ডলার ৮৩.০০ (তিরাশি টাকা) এবং প্রতি সৌদি রিয়াল ২২.৩৫ (বাইশ টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা) হারে ধরা হয়েছে।

(২) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সমসাময়িক বাজার দর অনুযায়ী হবে।

০১। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক হজযাত্রীর জন্য ৩,৩২,৮৬৮.০০ (তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার আটশত আটষট্টি টাকা) সর্বনিম্ন প্যাকেজ মূল্য নির্ধারিত হলো। (উল্লেখ্য, এ বছর প্যাকেজ থেকে সিটি চেক-ইন ও ট্রলীব্যাগ খাতের অর্থ বাদ দেয়া হয়েছে)।

০২। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক হজযাত্রী হজ প্যাকেজের সমুদয় অর্থ আগামী ১৫/০৪/২০১৮ইং তারিখের মধ্যে অবশ্যই স্ব-স্ব এজেন্সীর ব্যাংক হিসাবে জমা করে অথবা এজেন্সীর অফিসে জমা দিয়ে মানি রিসিট গ্রহণ করবেন।

০৩। আগামীকাল ০৬/০৩/২০১৮ইং তারিখ হতে ২০১৮ সালের বেসরকারি হজযাত্রীদের নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হবে। সর্বনিম্ন ১,৩৮,১৯১/- (এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার একশত একানব্বই টাকা) সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর ব্যাংক হিসাবে জমা দিয়ে হজযাত্রী নিবন্ধন করতে পারবেন। তবে আগামী ১৫/০৪/২০১৮ইং তারিখের মধ্যে প্যাকেজ মূল্যের সম্পূর্ণ টাকা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সীকে পরিশোধ করতে হবে।

০৪। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেধে দেয়া সময়ের মধ্যে যারা নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হবেন তারা এ বছর হজে যেতে পারবেন না। তাদের স্থলে প্রাক-নিবন্ধনের পরবর্তী ক্রমানুসারে নিবন্ধন সম্পাদিত হবে।

চলমান পাতা-৩

Ref :

Date : .....

০৫। যে সমস্ত সম্মানিত হজযাত্রী ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে হজ সম্পাদন করেছেন ২০১৮ সালের হজ সম্পাদনে তাদেরকে অতিরিক্ত ২১০০ সৌদি রিয়ালের সমপরিমান ৪৬৯৩৫/- টাকা অতিরিক্ত প্রদান করতে হবে।

০৬। প্রত্যেক হজ্জযাত্রীকে কুরবানী খরচ/দম বাবদ ৫০০.০০ (পাঁচশত) সৌঃ রিঃ সমপরিমান ১১,১৭৫.০০ (এগার হাজার একশত পচাত্তর) টাকা কম/বেশী পৃথকভাবে নিজ দায়িত্বে সঙ্গে নিতে হবে।

০৭। হজযাত্রীদের প্যাকেজ মূল্যর সমুদয় অর্থ আগামী ১৫ই এপ্রিল ২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তালিকাভূক্ত ও হাব এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ব্যাংকের একাউন্টে অথবা সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সীর নিকট জমা করে রশিদ সংগ্রহ করতে হবে।

০৮। হজ্জ এজেন্সীর একাউন্টে সমুদয় টাকা জমাদান ব্যতিত কোন হজ্জযাত্রী মধ্যস্বত্বভোগী, দালাল কিংবা ফড়িয়াদের হাতে টাকা দিলে সে হজ্জযাত্রী হজ্জে যেতে পারবে না। হাব এর প্রস্তাব অনুযায়ী হজ্জ এজেন্সীর একাউন্টে অথবা সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর অফিসে নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সর্বনিম্ন প্যাকেজের টাকা জমা না দিলে ঐ হজ্জযাত্রী হজে যেতে পারবেন না।

০৯। হজ্জ এজেন্সীগুলো বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাসহ স্ব স্ব প্যাকেজ ঘোষনা করতে পারবেন। তবে কোনও অবস্থাতেই হাব ঘোষিত প্যাকেজের নিচে কোনও প্যাকেজ মূল্য ঘোষনা করা যাবে না।

১০। হজ্জযাত্রীগণ মধ্যস্বত্বভোগী, দালালদের সাথে হজে গমণের জন্য কোনরূপ আর্থিক লেনদেন করে প্রতারিত হলে তার জন্য সরকার কিংবা হাব অথবা হজ্জ এজেন্সী দায়ী থাকবে না।

১১। সম্মানিত হজ্জযাত্রীদের যারা ২০১৮ সনে হজ্জব্রত পালনে ইচ্ছুক এবং এখনো আন্তর্জাতিক মেশিন রিডিবল পাসপোর্ট তৈরী করেননি, যথাশীঘ্র সম্ভব আন্তর্জাতিক এম আর পি পাসপোর্ট সংগ্রহ করে ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হজ্জ এজেন্সীর মালিকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে সকল আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পাদন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১২। প্রত্যেক হজ্জযাত্রীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা (মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা) সনদ সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট এজেন্টের নিকটে জমা দিতে হবে।

১৩। মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলা হজযাত্রী কোনক্রমেই হজে গমনের যোগ্য বিবেচিত হবেন না। মহিলা হজযাত্রীগণকে মাহরামের সাথে একত্রে নিবন্ধন করতে হবে।

১৪। বাংলাদেশী টাকার সাথে মার্কিন ডলার ও সৌদি রিয়াল এর বিনিময় হার এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী মূল্য বৃদ্ধি পেলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বর্ধিত টাকা ও বিমান ভাড়া হজযাত্রীকেই পরিশোধ করতে হবে।

১৫। হজের সার্বিক খরচ ছাড়াও প্রত্যেক হজযাত্রী বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিধি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সাথে নিয়ে যেতে পারবেন।

১৬। হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সরকারি হাসপাতালে সম্পন্ন করা হবে। প্রত্যেক হজযাত্রীর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিষেধক টিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

১৭। হজে গমণেচ্ছু প্রত্যেক নিবন্ধিত হজযাত্রীকে মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত স্বাস্থ্য সনদ সংযুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ৭০ (সত্তর) বছর বা ততোধিক বয়স্ক হজযাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বোর্ডের নিকট হতে বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মেডিকেল ফাইল ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তৈরী এবং অনলাইনে হালনাগাদ করবে।

চলমান পাতা-৪

সাত্তারা সেন্টার (১৬তম তলা, হোটেল ভিক্টরী লিঃ), ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
Sattara Centre (15th Floor, Hotel Victory Ltd.) 30/A, Nayapaltan, VIP Road, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 58317030, 9338867, 9338868, Fax: 88-02-9338526, E-mail: haab01bd@gmail.com, haab01@yahoo.com, Web: www.haab-bd.com

Ref : Date : .....

১৮। হজ ব্যবস্থাপনার জন্য ধর্ম বিষয়ক কর্তৃক গঠিত দল ব্যতীত হজযাত্রীর সৌদি আরব অবস্থানকাল সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।

১৯। এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বিমানে ভ্রমনকালে কোন হজযাত্রী সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত ওজনের অধিক লাগেজ/মালামাল বহন করতে পারবেন না। রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ব্যতীত কোন ঔষধ সঙ্গে নিতে পারবেন না। চাল, ডাল, শুটকী, গুড় ইত্যাদিসহ পচলশীল খাদ্যদ্রব্য যেমন: রান্না করা খাবার, তরি-তরকারী, ফলমূল, পান, সুপারি ইত্যাদি কোনক্রমেই সৌদি আরবে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

২০। হজযাত্রীদের আইডি সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সীর মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এটি সৌদি আরবে সার্বক্ষণিক সঙ্গে রাখতে হবে।

২১। হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় হজযাত্রীর যাবতীয় তথ্য সংরক্ষন ও সরবরাহ, নিবন্ধন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এ বিষয়ে ওয়েবসাইট www.hajj.gov.bd হতে হজ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাবে।

২২। প্রত্যেক হজযাত্রী ৫ লিটার জম জম এর পানি পাবেন। এক্ষেত্রে, হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্সের নিয়মানুযায়ী বাংলাদেশ বা সৌদি এয়ারপোর্টে জমজমের পানি পাওয়া যাবে। হজযাত্রীকে তাঁর এয়ারলাইন্স হতে জমজমের পানি কিভাবে প্রদান করা হবে, তা জেনে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হলো।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

অদ্যকার এ সাংবাদিক সম্মেলন উপলক্ষে কিছু বিষয় আপনাদেরকে অবহিত করতে চাই।

১। প্রতিবছর সরকারি অব্যবহৃত কোটা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় স্থানান্তরে বহুবিদ বিড়ম্বনাসহ অহেতুক সময়ক্ষেপন হয়। এসব অব্যবহৃত কোটা প্রাপ্তীর জন্য রাজকীয় সৌদি সরকারের অনুমোদন নিতে হতো এবং অনেক সময় হজ ফ্লাইট শুরু হওয়ার সন্ধিক্ষনে অনুমোদন পাওয়া যেত। ফলে এজেন্সীসমূহকে এ কোটায় হজযাত্রী অন্তর্ভূক্ত করার জন্য হজযাত্রীদের বাড়ী ভাড়াসহ আনুসাঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্নে জটিলতা সৃষ্টি হতো। এ বছরই প্রথম হাব এর প্রস্তাবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজচুক্তির সময় অব্যবহৃত সরকারি কোটা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় স্থানান্তর করা হয়। এতে করে হজ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হয়েছে।

২। হাব এর প্রস্তাব ও নিরলস প্রচেষ্টায় হজ নীতিমালায় পুলিশ ক্লিয়ারেন্স এর বিষয়টি বাতিল করা হয়েছে। এ জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনাসহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আপনাদের মাধ্যমে হজযাত্রীদের বর্ধিত বিমান ভাড়ার বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার সদয় দৃষ্টি কামনা করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা হজ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সার্বিক ও সার্বক্ষনিক তদারকি করে থাকেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্বে হজ ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন এসেছে এবং অতীতের যেকোন সময়ের থেকে বর্তমানে হজ ব্যবস্থাপনা অনেক সু-শৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

চলমান পাতা-৫

Ref :

Date : .....

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে হজযাত্রীদের বর্ধিত বিমান ভাড়ার বিষয়টি আপনাদের মাধ্যমে অবহিত করতে চাই এবং তিনি বিষয়টি পুণ:বিবেচনা করবেন বলে আমরা এখনও দৃঢ় আশাবাদি। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সসহ অন্যান্য এয়ারলাইন্স ঢাকা-জেদ্দা-ঢাকা আসা-যাওয়ার বর্তমান ভাড়া সাধারণ যাত্রীদের ক্ষেত্রে ৩৬০০০ থেকে ৪০০০০ টাকা। ওমরাহযাত্রীদের থেকে আসা-যাওয়ার ভাড়া ৪৯০০০ থেকে ৫২০০০ টাকা। হজযাত্রীদের ক্ষেত্রে যেহেতু বিমানকে এক পথে খালি আসতে হয় সেহেতু হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া সর্বোচ্চ দ্বিগুন অর্থাৎ ৮০০০০ থেকে ১০০০০০ টাকা হওয়া সংগত। তাছাড়া প্রায় সারাবছর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সাধারনত ৬০% থেকে ৬৫% যাত্রী নিয়ে ফ্লাইট পরিচালনা করে থাকে। অথচ হজ এর সময় প্রায় ১০০% যাত্রী নিয়ে ফ্লাইট পরিচালিত হয়। জেট ফুয়েল এর মূল্য বৃদ্ধি বা ভ্যাট প্রয়োগের অজুহাতে যদি হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া বৃদ্ধি করা হয় তাহলে সাধারন যাত্রী ও ওমরাহযাত্রীদের ক্ষেত্রে বিমান ভাড়া বৃদ্ধি করে নাই কেন এটাই আমাদের প্রশ্ন। এতে প্রতীয়মান হয় হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া বৃদ্ধি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। বিমান কর্তৃপক্ষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে সঠিক তথ্য সরবরাহ করে নাই এটা আমাদের বিশ্বাস।

২০১৭ সালের হজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্বাবধায়নে সু-সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। হজ ব্যবস্থাপনায় সার্বিক শৃঙ্খলা আনয়ণসহ সর্বপ্রকার সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমানকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্যসচিব জনাব নজিবর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক জনাব নুরুল আলমসহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানাই। সৌদি আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব গোলাম মসিহ্, মক্কাস্থ কাউন্সেলর হজ জনাব মাকসুদুর রহমান এবং জেদ্দাস্থ কনসাল জেনারেলকেও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

২০১৭ সালের হজে অসাধারন সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য রাজকীয় সৌদি দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ এইচ এম আল-মুতাইরিসহ দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আপনাদের মাধ্যমে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞা জানাচ্ছি।

সম্মানিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আপনারা অনেক কষ্ট ও মূল্যবান সময় নষ্ট করে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আল্লার মেহমান হজযাত্রীদের কল্যানে আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহন করে এখানে এসেছেন সেজন্য আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা আশা করছি যে, আপনারা আপনাদের বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় মিডিয়াসমূহে/গণমাধ্যমসমূহে আমাদের বক্তব্যগুলো প্রচার করে ধর্মপ্রাণ সম্মানিত হজযাত্রীদের কল্যাণে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করবেন।

আল্লাহ্ আমাদের সকলের সহায় হোন।

আল্লাহ্ হাফেজ ॥

আবদুস ছোবহান ভূঁইয়া
সভাপতি, হাব।

এম. শাহাদাত হোসাইন তসলিম
মহাসচিব, হাব।